ড. কলিমউল্লাহকে ববিতে প্রতিরোধের ঘোষণা

ভিসির কাছে শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি

বরিশাল ব্যুরো
১৯ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক ভিসি ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) একাডেমিক কাউন্সিলসহ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। গত রবিবার বিকালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের মাধ্যমে ভিসির কাছে স্মারকলিপি দেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

ববির প্রক্টর মো. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, বেরোবির সাবেক ভিসি (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক) ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়ন দিয়েছে ঢাবি। বিষয়টি এখনও প্রসেসিংয়ে রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি জানতে পেরে স্মারকলিপি দিয়েছেন। সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে, বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি বিতর্কিত ব্যক্তি অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি পীড়াদায়ক উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বিগত আওয়ামী আমলে সবগুলো পাতানো নির্বাচনকে বৈধতা দিতে তার নিয়ন্ত্রিত জানিপপের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ টেলিভিশন টকশোতে স্বৈরশাসক আওয়ামী প্রশাসনের তৈলমর্দন করেছেন। এর প্রতিদান হিসেবে বেরোবিতে ভিসি হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেন। তৎকালীন বেরোবি প্রশাসক তার দুর্নীতির ৭৯০ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। বিতর্কিত ও আওয়ামী সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, পরীক্ষা কমিটি ও পূর্বের চাকরি গণনা কমিটিতে স্থান পাওয়ায় ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মহিমাকে কলুষিত করছে। তাকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানের অনুমতি দেওয়ার ফলে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা এক হয়ে লড়াই করতে বদ্ধ পরিকর। শিক্ষার্থীরা সর্বাত্মকভাবে তাকে বয়কট করায় কোনোভাবেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপস্থিতি মেনে নেবে না।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সুজয় শুভ বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিষয় নয়। সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোভাবে মেনে নেওয়া হবে না। এতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমাধান চাওয়া হয়েছে। তারা যদি সমস্যা সমাধান না করে, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাকে প্রতিরোধ করবে।